অনঙ্গ পিকচার্সের নিবেদন

স্বীকারোক্তি

Tapabrata

লক্ষ্মীদেবী আয়াণের তপস্যায় আর স্থির থাকিতে না পারিয়া তাহাকে দর্শন দিয়া জানাইলেন যে তার মনোবাসনা পূর্ণ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়।

লক্ষ্মীর কথায় আয়াণ রুষ্ট হইয়া বলে: দেবি! দেওয়া না দেওয়া তোমার হাত নয়—আমি যা চাই তপস্যা করে তাই পাবো—।

লক্ষ্মী: সিদ্ধমন্ত্র পেয়েছ বলে তোমার এত অহঙ্কার! আমি তোমায় অভিশাপ দিচ্ছি.....

আয়াণের আসন্ন বিপদ থেকে তাকে রক্ষা করেন শ্রীবিষ্ণু। তিনিও লক্ষ্মীর সঙ্গে মর্ত্তে যাইবার প্রতিশ্রুতি দিয়া লক্ষ্মীকে আয়াণের প্রস্তাবে সম্মত করান।

রাজা বৃষভানুর কন্যারূপে জন্ম গ্রহণ করিলেন কমলা আর প্রতিশ্রুতি মত শ্রীবিষ্ণু ও ধরাধামে অবতীর্ণ হইলেন বসুদেব তনয় শ্রীকৃষ্ণ-রূপে।

কন্যার জন্মে রাজবাড়ী আনন্দে ভরপুর—দান ধ্যানে সকলকেই পরিতৃপ্ত করিলেন বৃষতানু। কন্যার নাম রাখা হইল "রাধা"।

সব আনন্দ হঠাৎ থামিয়া গেল—জন্ম হইতেই রাধার চোখ খুলিতেছে না। নিকটের, দূরের সব বৈদ্যরাই হার মানিল। "আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে চক্ষুর চিকিৎসার যা কিছু বিধান ছিল সবই তো প্রয়োগ করে দেখলাম' বললেন রাজবৈদ্য।

তবে কি আমার রাধা কোন দিনই চোখ খুলবে না। জিজ্ঞাসা করলেন বৃষতানু। উত্তর কিছু না দিয়াই অবনত মস্তকে প্রস্থান করিলেন রাজবৈদ্য।

অনেকের মত যশোদাও আসিলেন রাধাকে দেখিতে—সঙ্গে আসিল বালক বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ। বৃষতানু যশোদাকে স্বাগত জানাইবার সময়েই শ্রীকৃষ্ণ গিয়া স্পর্শ করে রাধাকে আর সঙ্গে সঙ্গেই রাধা শ্রীকৃষ্ণের দিকে, বলরামের ভাষায় "জুল জুল করে চেয়ে" দেখে। পাঁচ বৎসর বয়সে আয়াণের সহিত শ্রীরাধার বিবাহ হইল।

প্রাপ্ত বয়স্কা রাধা শ্বশুর বাড়ীতে আসিয়া সবই পাইল—পয়মন্তর বৌ বলিয়া শ্বাশুড়ী জটিলা ও ননদিনী কুটিলা যথাসাধ্য যত্ন করিতে লাগিল—কিন্তু পাইল না বিবাহিত জীবনের কোন আস্বাদ। পূর্ব্বজন্মের বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া আয়াণ রাধাকে লক্ষ্মীরূপেই দেখিতে লাগিল, তাহার যত্নের যাহাতে কোন ত্রুটি না হয় সেই দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া চঞ্চলা কমলাকে বাঁধিয়া রাখার ব্যবস্থা সুদৃঢ় করিতেই ব্যস্ত রহিল।

নিঃসঙ্গ শয্যায় একটির পর একটি বিনিদ্র রজনী হতাশায় রাধার বুক ভাঙ্গিয়া দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল।

হঠাৎ এক মধ্য রাত্রিতে বাঁশির শব্দ শুনিয়া রাধা যেন একটা আশ্রয় খুঁজিয়া পাইল। ইহার পর হইতে প্রতি রাত্রিই রাধার কাটিতে লাগিল ঐ বাঁশি শুনিয়া। ঘুমাইয়া পড়ার ভাণ করিয়া আয়াণ লক্ষ্য করিত বাঁশির প্রতি রাধার এই আকর্ষণ। রাধাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য সে তাহাকে সঙ্গে করিয়া বাহিরে লইয়া গিয়া বলিল: "যতক্ষণ ভালো লাগে শোন" শুধু তাই নয় আরও বলিল যে যখনই তাহার বাঁশি শুনিতে ইচ্ছা হইবে তখনই সে বাহিরে গিয়া বাঁশি শুনিতে পারিবে। যেখানে শ্রীকৃষ্ণ বাঁশি বাজাইতেছিলেন এক অমোঘ আকর্ষণ যেন রাধাকে সেই রাত্রে সেইখানে টানিয়া লইয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া রাধার আশা যেন মেটেনা: আপনা হইতেই তাহার মুখ দিয়া বাহির হয়:

লাখ লাখ যুগ ও রূপ নেহারনু, নয়ন না তিরপিত ভেল।

ইহার পর যা ঘটিল তাহা রূপালী পর্দ্দায় দেখুন।

শ্রীরাধার গান

(১)

বৃষভানু পুরে শঙ্খ ফুকারে
পুলকিত নরনারী।
পরম লগনে তাপিত ভুবনে
জনমিল রাধা প্যারী॥

নবনী কোমল তনুশতদল
চাঁদের লাবনি করে ঢলঢল।
আহা কিবা তার সুধা পরিমল।
মাতিল শুক সারী।
হরষে মগন বৃন্দাবন
গাহে রাধা নাম গোপ গোপীজন
আবেশে পুলকে কাঁপে তনুমন
নয়নে প্রেম বারী॥
যে নামে ধরণী হবে দিশাহারা
যে নামে টুটিবে বন্ধন কারা।
সেই রাধা নামে বাঁশরী বাজাবে
অকূলের কাণ্ডারী॥

(২)

বৃন্দা

সখির, কি হৈল অন্তরে ব্যথা।
বসি তরু তলে ভাসে আঁখি জলে
না শুনে কাহারো কথা॥
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ পানে
উদাসী নয়ন তারা।
বিরতি আহারে রাঙা বাস পরে
যেন গো যোগিনী পারা
(যোগিণী সেজেছে রাঙা বেশ পরে,
বিরহিনী রাই আমার)
নীল নীলিমায় নীল যমুনায়
নীলাভ ময়ূর গলে।
হেরিয়া বরণ কাঁদে অনুখন
শুমরি মরম তলে॥
নবীনা কিশোরী আহা মরি মরি
কার প্রেমে উদাসিনী।
শ্যামল কাননে কোন শ্যাম চাঁদে
ভাবে চিতে বিরহিনী॥

(৩)

পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল।
না সো রমণ না হাম রমনী,
দুঁহু মন মনোভাব পেশল জানি॥
না খোজলুঁ দূতী না খোজলুঁ আনি।
দুঁহুক মিলনে মধত পাঁচ বাণ॥
এ সখি সে সব প্রেম কাহিনী
কানু ঠাম কহবি বিছুরল জানি॥
অব সোই বিরাগ তুঁহু ভেলি দূতী
সুপুরুখ প্রেমকি ঐছন রীতি॥

(৪)

কলস ভাসিয়া যায় কেন আনমনা?
কেন হ'লে উদাসিনী কুলের ললনা (সখি)?
ঘরে আছে ননদিনী সুচতুরা প্রহরিনী
এ দশা হেরিলে দেবে শতেক গঞ্জনা
প্রেমের বাঁশরী শুনে হ'লে আনমনা!
কে গো ঐ বনতলে বাজায় বাঁশী
যমুনা পুলিনে হ'লো মন উদাসী!
কেমনে ফিরিব ঘরে মন যে আকুল করে!
দেখিনি সে মন চোরে শুধু কানে শোনা
বাঁশরীতে মন টানে এ কোন ছলনা!

(৫)

রাধা

সখি কি হেরিনু যমুনার কূলে!
কিবা রূপ অনুপম নবীন নীরদ সম
কুসুমিত কদম্বের মূলে!
কপালে চন্দন চাঁদ পাতিয়া রূপের ফাঁদ
আঁধার করিয়া আছে আলা।

মেঘের উপরে কিবা শ্যামল রূপের শোভা
গলে তার দোলে বনমালা ॥

(মালা দোলে, বন ফুলের মালা দোলে,
শ্যামল রূপের শোভা দেখে, বন ফুলের
মালা দোলে, গলে তার বনমালা)

গোকুল নগর মাঝে আরো কত নারী আছে
তাহে কেন পড়িল না বাধা।
নিরমল কুল খানি যতনে রেখেছি আমি
বাঁশী কেন বলে রাধা রাধা ॥
(বাঁশীর ডাক শুনে আর রইতে নারি
রাধা রাধা রাধা সুরে ঘরেতে আর রইতে নারি)
বিরহ তাপিত হিয়া উঠে সখি শিহরিয়া
বাঁশী কেন বলে রাধা।

(৬)

কৃষ্ণ প্রেমের সাগরে ডুবেছে রাই
ওগো ননদিনী, প্রেমিকা রাধার
কোনো আশা আর নাই।

লাজ মান ভয় দ্বিধা সংশয়,
মান অভিমান জয় পরাজয়,
প্রেমের অনলে যত কলঙ্ক,
গঞ্জনা পুড়ে ছাই।
শ্যাম সোহাগিণী শ্রীমতী রাধার
বন্ধন আর নাই।

ওগো ননদিনী কুলের বাঁধনে
অকুল পড়েনা বাঁধা,
শ্যাম সাগরের তরঙ্গ দলে
ভেসে যায় আজ রাধা।
কুলের আঁধারে ভোলাবে কি দিয়ে,
কুল বধু যত শ্যাম নাম নিয়ে,
দিশাহারা হয়ে চলে অভিসারে,
লাজ মান ভয় নাই।

(৭)

(তা) জানে শুধু বিধি!
কি ব্যাধি হইল রাধার জানে শুধু বিধি!
কি গুণ করিল তারে শ্যাম গুণ নিধি।
শুন হে সুবল সখা কাঁদে বিনোদিনী,
নীল তমাল পানে চাহি উদাসিনী।
নীল যমুনা জল নীল তরুলতা,
নীল মাধবে স্মরি জাগে আকুলতা।

(আকুলতা জাগে গো, নীল যমুনা আর
নীল তরুলতা দেখে বিনোদিনীর
আকুলতা জাগে গো)

নীল ধবলী শ্যামলী নীল শুক সারী,
নীলে নীল ত্রিভুবন দেখে রাধা প্যারী।
এ ব্যাধি সারিবে কিসে ভাবিয়া না পাই,
নীল মনি দরশনে পাগলিনী রাই (সুবল)।

(৮)

রাই-মুখ দরপনে নিজ মুখ হেরই
বিমোহিত মদনমোহন,
নেহারই নিজ রূপ শ্যাম মুকুরে রাই
অনিমিখ ডাগর নয়ন
আওল মধুঋতু আজু সখি মুহু মুহু,
পঞ্চমে কোকিল বোলই কুহু কুহু।
মধু বৃন্দাবনে কুসুম কুঞ্জবনে
রভসে পুরল তনুমন ॥

প্রেম গগনে আহা শ্যাম শশী নিরমল
রাই তাহে জোছনা রূপিনী,
অযুত তারকা জিনি ব্রজকুল কামিনী
অনুরাগে শ্যাম সোহাগিনী।

পুলকিত অলিকুল সুরভি সমীরে,
চঞ্চল যমুনা বহে প্রেম নীরে।
রাধাশ্যামে নিরখিয়া জুড়ল তাপিত হিয়া,
প্রেম রসে ভরল ভুবন।

(৯)

শ্যাম-রবিকর বিনা কমলিনী সুখ হীনা
অধীর আকুল বেদনায়,
তাকায় গগন পানে বিরহ বিধুর প্রাণে
অশ্রুসজল বাসনায়।

(১০)

ওহে শ্যাম, ছাড়িয়া না দিব তোমারে।
পরাণ যেখানে, রাখিব সেখানে
হেন মোর মনে করে।
লোক হাসি হোক জাতি যায় যাক,
তবু না ছাড়িয়া দিব।

(শ্যাম) তোমা হেন নিধি দুচাইলে বিধি
আর কোথা গেলে পাব ॥

(১১)

দারুণ বসন্ত যত দুখ দেল,
হরি মুখ হেরইতে সব দূর গেল।
যতহুঁ আছল মোর হৃদয়ক সাধ,
সে সব পুরল হরি পরসাদ।
কি কহব রে সখি আনন্দ ওর
আজিকে মাধব মন্দিরে মোর!

(১২)

বৃন্দা—(সখি) করেছি কঠোর পণ
এ নিখিল ভুবনে,
কালো রূপ আর কভু না হেরিব নয়নে!
রাধা—কালো রূপ না হেরিলে শ্যাম বনছায়
কালো তমালের তরে কি করে উপায়?
বৃন্দা—সমূলে তমাল তরু কাটিয়া ফেলিব,
বন পথে শ্যাম ছায়া আর না হেরিব!
রাধা—কালো যমুনা জল কালো কোকিলে,
কেমনে হেরিবি সখি কালো না হেরিলে।
বৃন্দা—বন হ'তে বিতাড়িয়া দিব পিককুলে,
আর না যাইব কভু কালিন্দীর কূলে!

(কালিন্দীর কূলে সখি আর তো যাবনা
কালো রূপ আর হেরব না সই)

রাধা—এ হেন বিরাগ যদি কালো বরণে
কালো কেশে কালো বেণী হেরিবি কেমনে?
বৃন্দা—বেণী কেটে কালো কেশ ফেলি দিব দূরে,
কালো কবরী আর না হেরিব শিরে!
রাধা—রজত মুকুরে সখি ঐ দুটি কালো আঁখি
যুগল ভ্রমর সম হেরিবি যখন,
কি হবে তখন সখি কি হবে তখন?

বৃন্দা—উপাড়ি ফেলিব দুটি নয়ন তারা
গহন আঁধারে হব পলক হারা
রাধা—তবে কানা হবি?
বৃন্দা—আমি কা-না-ই হবো
আমি কালো রূপ আর হেরব না সই,
আমার কা-না-ই ভালো।
রাধা—তবে তো ভালই হ'লো,
কৃষ্ণ ময় জগৎ হ'লো।
কেন তবে এত কথা এত অভিমান,
কালোর আলোয় ভরা গোপিনীর প্রাণ।

(১৩)

পথ ভুলে বঁধু কেন এলে হেথা
ফিরে যাও ফিরে যাও,
বিজন বিপিনে যাও তারি পাশে
মনে মনে যারে চাও (বঁধু)।
যে বাঁশীতে তুমি রাধা রাধা বলে
অবলা নারীকে নীরবে কাঁদালে,
ওগো নির্মম যমুনার জলে
সে বাঁশরী ফেলে দাও।

ব্রজনারী-কুল-মুকুট-মণিকা
শ্রীমতী কাঁদিয়া মরে,
তাহারে ভুলিয়া সারা নিশীথিনী
ছিলে তুমি কার ঘরে?
যাও ফিরে শ্যাম এসো নাকো আর
মরণ লগন এলো রাধিকার,
বিরহ বাসরে অসময়ে এসে
কি তারে বোঝাতে চাও!

(১৪)

(আজি) শারদ পূর্ণিমা নিরমল রাতি
পুলকিত বন উপবন রে,
রাস রঙ্গে নাচে রাস বিহারী
মাতিল মধু বৃন্দাবন রে।
কে তুমি রাখাল মহাগগনে চরাও
পুলকে গ্রহ তারকা ধেনু,

নিখিল রাধার হিয়া অনন্ত মিলনে মাতাও
আবেশে তব বাজায়ে বেনু।
মধুমলয়ানিল বহে মৃদুমন্দ প্রাণে প্রাণে
জাগে রাই জাগে শ্যাম চন্দ
কুলহারা গোকুলের একী প্রেমানন্দ!
রাস রসে মন মোহনরে

মুরলীতে ওম ওম প্রণব গীতি তোমার
রাগিনী যে গো নিত্য বাজে,
জাগাও সীমার বুকে পরমা প্রীতি
অসিম তোমার প্রেম কুঞ্জ মাঝে।

গোপ-গোপীজন নাচে প্রেম রঙ্গে,
চাঁদের লাবণি ঝরে শ্যামল অঙ্গে,
তনু দাও শিব রোষে অতনু অনঙ্গে,
জাগে তাই ফুল রেনুস্পন্দনরে।

অনাদি হইতে অভিসার তব অন্ত বিহীন
চলে বিশ্বলোকে,

কোটি তারকায় প্রভু একা মমতায়
নিদ্রা নাহিক তব অযুত চোখে!

প্রেম পুলক ভরে হে প্রেম সিন্ধু,
প্রেমভরা অন্তরে দাও প্রেমবিন্দু।

যুগ যুগ ধরে প্রেমের ভুবন ভরে
রাধা শ্যাম জাগে মন রঞ্জনরে,

নয়নে নয়নে প্রেম অশ্রুনীরে
বাজাও বাঁশরী প্রেম যমুনা তীরে।

মাধব প্রিয়তম নির্মল নিরুপম বিরহ
বেদনা দুঃখ ভঞ্জন রে!

নুপূর রিণিকি ঝিনি কঙ্কন কিঙ্কিনী,
তালে তালে ঝংকৃত রাসে রাই বিনোদিনী।
কম্পিত অঞ্চল ওড়ে বসনাঞ্চল,
মাতিল বৃন্দাবনরে!

(১৫)

যেতে নাহি দিব (কানু)
তব রথ চক্রতলে পরাণ ত্যজিব।
তুমি না রহিলে যদি মধুবৃন্দাবনে,
কি হবে বাঁচিয়া বল এ ছার ভুবনে।
তুমি যদি না রহিলে তমাল কাননে,
মরিবে কোকিলা বধূ বিফল কুজনে।

কাঁদিবে যমুনা জল গুমরি গুমরি,
মরিবে গহন বনে ময়ূর ময়ূরী।
তোমারে ছাড়িয়া শ্যাম কেমনে রহিব,
বিরহের চিতানলে জীয়ন্তে মরিব।

(১৬)

কেঁদোনা মা যশোমতী
তুমি যে গো বীরের মাতা,
তোমার ছেলে গোপাল যে আজ
কংস রাজার শাস্তি দাতা।

চূর্ণ করে পাষাণ কারা,
প্রলয় রাতে শঙ্কাহারা,
নয়ন মণি কৃষ্ণ তোমার,
বন্দীজনের ভয়ত্রাতা (মাগো)।

গোলোক ছেড়ে গোলক-পতি
এলেন মা তোর তনয় রূপে,
দুঃখীজনের দুঃখ হরণ
আলোর মাণিক অন্ধকূপে।
অশ্রু মুছে দেখ মা চেয়ে,
কৃষ্ণ রবি আকাশ ছেয়ে
উজল করে মর্তভূমি,
ভক্ত প্রাণে আসন পাতা (মাগো)।

(১৭)

ওরে ও সুবল সখা শ্রীদাম সুদাম
কাঁদিস নে ভাই কাঁদিস নে আর,
তোদের সখা কানু যে আজ বিশ্বরূপী বিশ্বধরার।
ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে পার্থ পেলো অভয় চরণ,
বংশী ছেড়ে চক্রধারী আজ যে ধরার শঙ্কাহরণ
কপিধ্বজের রথের চাকায় সকল দুঃখের
কাটলো আঁধার॥
রাখাল রাজা এবার রাজা বিশ্বপ্রাণের সিংহাসনে,
কর্ম্মযোগীর শঙ্খধ্বনি শোনরে প্রেমের বৃন্দাবনে।

ভক্তি মেশা জ্ঞানের সাথে সফল হবে সকল সাধন,
গীতার বাণী শোনায় এবার গোপাল
তোদের পতিত পাবন॥
মুক্ত হবে সকল বাঁধন মুক্তিকামী সর্ব্বহারার॥

(১৮)

রাধা

মরিব মরিব সখি নিশ্চয় মরিব,
কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব।
তোমরা যতেক সখি থেকো মোর সঙ্গে,
মরণ কালে কৃষ্ণ-নাম লিখো মোর অঙ্গে।
না পোড়ায়ো রাধা অঙ্গ না ভাসায়ো জলে,
মরিলে তুলিয়া রেখো তমালের ডালে।
সেই তো তমাল তরু কৃষ্ণ বর্ণ হয়,
অবিরত তনু মোর তাহে যেন রয়।
কভু যদি প্রিয় মোর আসে বৃন্দাবনে,
পরাণ পাইব সখি প্রিয় দরশনে।
আমায় মরিলে তুলিয়া রেখো তমালের ডালে

(১৯)

আহা) প্রেম নগরী প্রেম মধুকরী
প্রেমের বৃন্দাবন
হেথা) প্রাণে প্রাণে নিতি কানু প্রেম গীতি
কানুময় তনুমন।
প্রেমিকা রাধার প্রেম পারাবার
অতল গহীন অকূল অপার
হেথা) শত গোলকের মাধুরী হরিয়া
মধুময় গোপীজন।
আহা) শ্যাম নামে এক ডাকে হরু শাখে
রাধা নামে ডাকে সারী।
নওল কিশোরে স্মরি অন্তরে
পুলকিত ব্রজনারী।

শাওন গগনে হেরি মেঘ মায়া
ময়ূর ময়ূরী ভাবে শ্যাম ছায়া
অকূল বিরহে নয়নে নয়নে
অশান্ত বরিষণ।
আহা) কি রূপ হেরিনু যোগিনী রাধার
শ্যাম তমালের তলে
তাপসী অঙ্গে অরুণ বরণ
থির বিজুরী জ্বলে
জাগে অহরহ বিপুল বিরহ
শ্যাম প্রেমে অনুক্ষণ॥

(২০)

নমো নারায়ণ হে মধুসূদন সত্য সনাতন
গোলক বিহারী
যুগে যুগে তব নাম গাহি প্রভু অবিরাম
রাখো চরণে তব হে মুরারী।
জয় পুরুষোত্তম নিত্য নিরঞ্জন
মধুকৈটভহারী ভব দুখ ভঞ্জন
দেব দৈত্য নর গাহে জয় জয় ত্রিভুবন
পালনকারী
হে হরি সুন্দর মদন মনোহর জনমে জনমে
গাহি হরে মুরারে॥

অনঙ্গ পিকচার্সের

সশ্রদ্ধ নিবেদন

শ্রীরাধা

সংগীত পরিচালনায় : পবিত্র চট্টোপাধ্যায়

পরিচালনা : সুরেন্দ্র রঞ্জন সরকার

গীতিকার : কবি বিমল চন্দ্র ঘোষ

চিত্রগ্রহণ : দিবেন্দু ঘোষ

শব্দগ্রহণ : পরিতোষ বসু

সম্পাদনা : সুকুমার মুখোপাধ্যায়

রাসায়ণা গারিক : প্রফুল্ল মুখোপাধ্যায় ও দুর্গাদাস বসু ।

পরিচ্ছদ : ডি, ব্রাদার্স

শিল্পনির্দ্দেশ : অনিল পাল

ব্যবস্থাপনা : শ্রীপদ রায়, হারু মজুমদার

স্থিরচিত্র : সমর বন্দ্যোপাধ্যায়

যন্ত্র-সঙ্গীত : সুরশ্রী অরকেষ্টা

নেপথ্য সঙ্গীতে

হেমন্ত মুখার্জ্জী, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য, মানব মুখার্জ্জী, সতীনাথ মুখার্জ্জী, পান্নালাল ভট্টাচার্য্য, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শচীন গুপ্ত, মৃণাল চক্রবর্ত্তী ।

সন্ধ্যা মুখার্জ্জী, ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, আল্‌পনা বন্দ্যোপাধ্যায় ইলা চক্রবর্ত্তী, কল্যাণী মজুমদার, নির্ম্মলা মিশ্র, সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বাণী দাসগুপ্তা ।

রূপায়ণে

সবিতা চট্টোপাধ্যায়, ছায়া দেবী, পদ্মা দেবী, রেণুকা রায়, গীতা সিংহ, গীতশ্রী শিখা বাগ, করালী, রত্না গোস্বামী, হাসি

মহেন্দ্র গুপ্ত, পঞ্চানন, জয়নারায়ণ, সমীর কুমার, নবকুমার, পশুপতি, শ্যাম লাহা, নৃপতি, নবদ্বীপ, সুশীল, বেচু, মণি শ্রীমানী, বাণী বাবু, প্রীতি, শোভেন, কার্ত্তিক ।

পরিচালনায় সহকারী

অমিয় ঘোষ, উমা সরকার, নিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

সংগীত পরিচালনায় সহকারী : বলাই চাঁদ সাহা

ইস্‌টান টকীজ ষ্টুডিওয় আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত ।

পরিবেশনা—গোল্ডমোহর ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স

ন্যাশনাল আর্ট প্রেস, কলিকাতা-১৩